*Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue- 2 (2023), p.01-13. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদানে ভারতীয় বৈচিত্র্যময় লোক-শিল্পের ভূমিকা

সুদীপ্ত ব্যানার্জি

পি.এইচ.ডি. **ছাত্র ও গবেষক**

আই ই এস কলেজ অফ এডুকেশন, আই ই এস ইউনিভার্সিটি

ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ

সারসংক্ষেপ:

শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্র হল মূল্যবোধের অনুশীলন। জাতীয় অনুশীলনের গুরুত্ব বিশেষ করে শিক্ষায় মূল্যবোধ অনস্বীকার্য। একটি জাতি যদি তার নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে না পারে শিক্ষার মাধ্যমে, তাহলে এর পতন অনিবার্য। তাই জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় জাতীয় মূল্যবোধ চর্চার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জাতি বা রাষ্ট্রের নিজস্ব দর্শন আছে। কিছু আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে। প্রতিটি জাতি বা রাষ্ট্রের আইনের শাসন বা সংবিধান রয়েছে। প্রতিটি সংবিধানের নিজস্ব আদর্শ ও দর্শন রয়েছে। সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নির্ভর করে এই সাংবিধানিক আদর্শ ও দর্শনের ওপর। প্রতিটি দেশের সংবিধানে নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধের কথা বলা আছে। এই মূল্যবোধগুলি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য এবং জাতীয় সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে। এই মূল্যবোধগুলি সেই রাজ্যের মানুষের জীবনে, নাগরিকদের আশা ও স্বপ্নের গভীরে গেঁথে আছে। ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য যুগ যুগ ধরে বিরাজ করছে এবং সেইখানে বিভাজনের কোন স্থান নেই। ভারতের লোকশিল্প ও নৈপুণ্য তার অস্তিত্বের প্রতীক। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, বিভিন্ন ভাষা সহ বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে ঘটেছে বিভিন্ন রাজ্যের ও বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সহাবস্থান । তার ঐতিহ্যগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, প্রতিটি শিল্পকে, ভারতের সমাজকে এবং সমাজের মানুষের মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করে। এই নিবন্ধের মাধ্যমে আমি দেখতে চেষ্টা করব কীভাবে সচিত্র পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও লোকচিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় মূল্যবোধ প্রকাশ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: (key words):- *মান, শিক্ষা সংস্কৃতি, লোকশিল্প, NCF*

ভূমিকা:

যখন কোন অচেনা ব্যক্তি সঙ্গে দেখা হয় তখন আমরা তাকে বুঝতে চেষ্টা করি , তার ব্যবহারকে অবলোকন করি, বোঝার চেষ্টা করি মানুষটি ঠিক কেমন? তার ব্যবহার কেমন ? তার সৌজন্যবোধ কেমন? তাকে আমরা মাপার চেষ্টা করি। মূল্যবোধ হল তেমন এক গুণ বা গুণাবলী যার দ্বারা ব্যক্তির আচার ব্যবহারকে বুঝতে চেষ্টা করি। Value শব্দটি ল্যাটিন ওয়ার্ড Valerie থাকে জাত; যার অর্থ হলো উৎসাহী এবং বলিষ্ঠ।

Cattlell এর মতে: - "By value's we mean the social, moral and other standards which in the individual would like others and himself to follow."

বর্তমান যুগ হল নৈতিক অবক্ষয় যুগ। পত্রপত্রিকা বা টিভি চ্যানেলে প্রায়শই দেখতে পাই- খুন, জখম, চুরি, রাহাজানি, প্ররোচনামূলক মন্তব্য, উস্কানি, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা ,বিভেদ, পিতা-মাতার সঙ্গে খারাপ আচরণ আরো নানা কিছু। মানুষ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। আর বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই হচ্ছে সেই বাবা-মায়েদের; যারা তাদের সবটুকু দিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সাহায্য করেছে। আমরাই আমাদের পিতৃভূমিকে প্রোমোটারের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের ঐতিহ্যগুলোকে ভুলে গিয়ে ; নতুন কনস্ট্রাকশন করছি। বড় বড় মাল্টিপ্লেক্স ইমারত তৈরি হচ্ছে। আর গুরিয়ে যাচ্ছে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি, আমাদের পূর্বপুরুষের চিহ্নগুলো। তাহলে আমরা শিক্ষিত হচ্ছি বটে। কিন্তু শিক্ষার মধ্যে মানবিকতা এবং মূল্যবোধ কোথায় গেল! নচিকেতা চক্রবর্তী তার বৃদ্ধাশ্রম গানে সেই মূল্যবোধের প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যবোধের শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর আর ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের শিকড় সন্ধানে আমাদের প্রচলিত সংস্কৃতিকে জানা আবশ্যক। সেই সংস্কৃতির টানে আমাদের ঐতিহ্যের শিকড়ের টানকে অনুভব করার উদ্দেশ্যে আমাদের লোকসংস্কৃতিকে জানা একান্ত ভাবে কাম্য। আমাদের দেশ বৈচিত্রের দেশ। একই সঙ্গে বহুমাত্রিক বৈচিত্রতাকে মান্যতা দিয়ে পারস্পরিক সহাবস্থান করে যেমন বহু জাতির মানুষ; তেমনভাবে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের বিভিন্ন সংস্কৃতির উৎকর্ষতা কে মান্যতা দিয়ে পারস্পরিক সহাবস্থানের সূত্রে ভারতবর্ষের ঐক্যকেই সুদৃঢ় করে। নিজের সংস্কৃতি কি ভালোভাবে জানার জন্যই সামগ্রিকভাবে শিল্প সংস্কৃতি ও সভ্যতা কে জানা প্রয়োজন। সেই সূত্রেই আমরা ভারতবর্ষের বহুমাত্রিক চিত্রকলা সম্পর্কে কিছু ধারনা করে নিতে পারি।

উদ্দেশ্য

- মূল্যবোধ কি সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারা
- বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য কে বুঝতে চেষ্টা করা
- ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক চিত্রকলার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।

- চিত্রকলার মধ্যে দিয়ে মূল্যবোধের পাঠকে বোঝার চেষ্টা করা।

গবেষণা প্রশ্ন:-

- মূল্যবোধ কি সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব?
- বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য কি তা কি বুঝতে পারবে?
- ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক চিত্রকলার সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা লাভ কি করতে পারবে?
- ভারতীয় চিত্রকলার মধ্যে দিয়ে কি মূল্যবোধের পাঠ দেওয়া সম্ভব?

গবেষণা পদ্ধতি:-

গবেষক এই বর্ণনামূলক গুণগত গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন

- অবজারভেশন মেথড
- ক্ষেত্রসমীক্ষা
- সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
- পুস্তক পঠন

বর্তমান সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় এক দুরারোগ্য ব্যাধির আকার ধারণ করেছে যার ফলশ্রুতি স্বরূপ বর্তমান বর্তমান প্রজন্ম থেকে পূর্ববর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত সকলেই মূল্যবোধকে অল্পবিস্তর অস্বীকার করে চলেছেন। সবাই নিজের লাভ এবং প্রাপ্তি নিয়ে চিন্তিত। তবে এটাও সান্তনার বিষয় যে বর্তমানে এমনও কিছু মানুষ রয়েছে যারা মূল্যবোধকে এখনো পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বলেই সহজে বিপথগামী হন না। শিক্ষা হল প্রকৃতপক্ষে 'সত্যম-শিবম-সুন্দরমে'র আদর্শ উপলব্ধির শিক্ষা। ডেলর কমিশন শিক্ষার চারটি স্তম্ভের কথা বলেছিলেন যথা ক) learning to know খ) learning to do গ) learning to leave together ঘ) learning to be. মূল্যবোধের শিক্ষা হল এই learning to be বা হয়ে ওঠার শিক্ষা। ১৯৮৬ জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়:- " The growing concerned over the erosion of essential values and an increasing Cynicism in society has brought a focus the need for re adjustments in the curriculum in order to make education a forceful tool for the cultivation of social and moral values" [References: Education For Values In Schools: A Framework. (October, 2021) Department of Educational Psychology & Foundation of Education]

শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ দুটি পদ্ধতিতে করা যায় 1.Direct Approach 2. Indirect Approach. প্রথমটি সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এবং দ্বিতীয় টি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে Integrated Approach এর মাধ্যমে মূল্যবোধের পাঠ দেওয়া হয়। প্রথমত- পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে বিভিন্ন কাহিনী, নীতিমালার গল্প, মহাপুরুষের জীবনী, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, বীর-গাঁথা প্রকৃতির মাধ্যমে সরাসরি নীতি পদের আদর্শ অনিমেষ ঘটানো সম্ভব পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কার্যাবলী মাধ্যমে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব, মমত্ববোধ, এবং আত্মনতি ও মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানো সম্ভব। আমাদের জাতির ঐক্য, ঐতিহ্যের ইতিহাস শিক্ষার সুশ্রী আসে লোকসংস্কৃতির ইতিহাস। আর সংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম ধারক ও বাহক হলো শিল্পকলা যথা- চারুশিল্প এবং কারুশিল্প। তার সূত্র ধরে আমরা ভারতবর্ষের বৈচিত্র মূলক সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে চিত্রকলার ভূমিকা দেখে নিতে পারি।

যখন মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে চাইলো; তখন Body Language চিহ্ন বা Motif এর ব্যাবহার করতে বাধ্য হলো। কারণ তখন সেইভাবে ভাষার সৃষ্টি হয়নি। সেই সময় অর্থাৎ ভাষা সৃষ্টির আদিম স্তরে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করত। সংকেত বা চিহ্নর মাধ্যমে নিজের মনের ভাব ও ভাবনাকে প্রকাশ করতে চাইলো। বস্তুতঃ Communication এর প্রথম ধাপে আদিম মানুষ বিভিন্ন চিত্র বা মোটিফকে গুহাচিত্রে খোদাই করে বা চিত্রাঙ্কন করে রাখতে চেয়েছিল। শিকারে যাওয়ার আগে মানুষ স্থানকে চিহ্নিত করতে রেখাঙ্কন বা রেখাচিত্র ও মোটিফের ব্যবহার করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব 10,000 Palaeolithic যুগের মানুষ Mesolithic , Neolithic, Bronze ও Metel Age এর বিবর্তনে কৌমজ গোষ্ঠী থেকে বিভিন্ন উপজাতি আদিম শিল্প থেকে লোকশিল্প এর উর্বরতায় মার্জিত হয়ে সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় Primitive Art থেকে বর্তমান শিল্প কৃতিতে উন্নীত হয়েছে। ঘটেছে আদিম চিত্রকলার বিকাশ।

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতির অধ্যাপক তুষার চট্টোপাধ্যায় এর কথা এই বিষয়ে মনে আসে।

-"প্রাগৈতহাসিক মানুষ জীবন যাপন ও জীবন সংগ্রামের অনুষঙ্গে এবং জাদু প্রয়াস ও আন্তরিক আবেগে যে আদিম শিল্প সাক্ষর রেখেছেন, বিবর্তনের ধারায় আদিমস্তর থেকে লোকায়ত স্তরে, লোকায়ত স্তর থেকে অভিজাত আধুনিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়ছে বিভিন্ন ভাবে ও রূপে। আদিমকল থেকে মানুষ প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে এবং জীবন সংগ্রামের অনুষঙ্গে ও সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় বিভিন্ন মাধ্যম ও আঙ্গিকে যে শিল্প সৃষ্টি করে চলেছে তারই এক বিশিষ্ট পর্যায় লোকশিল্প।" [*তথ্য ঋণ:-* লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প]

এই লোকশিল্পকে আমরা কতগুলি পর্যায়ে শ্রেণীকরণ করতেই পারি।বিশেষত visual Art কথাটা Painting, Sculpture, Print Making, Drawing, Photography এর ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত । কিন্তু Art – দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হলো Art বা চিত্রকলা বা চারুকলা, অপরটা Craft বা কারুকলা। সামগ্রিক ভাবে Art বলতে Art and Craft কে বোঝানো যেতে পারে।

ভারত বহু জাতি বর্ণ সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশ। তাই স্থান ভেদে বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা আলাদা সংস্কৃতির সথে অঙ্গন শৈলীরও বহুমাত্রকতা দেখা যায়। শৈলীগত দৃষ্টিকোণ থেকে একটি রাজ্যর লোক চিত্রকলার শৈলীও অন্যটির থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন লোকচিএকলা দেখা যায় যেমন মহারাষ্ট্রের ওরলি, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের পিথরা, পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র (কালীঘাটের কালীপট, যমপট, চক্ষুদানপট, মেদিনীপুরের দূর্গাপট, কৃষ্ণানগরের কৃষ্ণ পট, লক্ষ্মীপট ইত্যাদি) ও আলপনা, তামিলনড়ু ও কেরলের কোলম উড়িষ্যার পৈথি চিত্রকলা, বিহারের আরিপনা ও মধুবানি, উত্তরপ্রেশের সাঝি, অন্ধ্রপ্রদেশের কলামকারি (মাছলিপত্তনাম ও শ্রীকলাহস্তি ঘরানা) এবং মুঙ্গুলি, মহারাষ্ট্রের রঙ্গলি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেক জনজাতি তাদের মননের আকাঙ্খা ও সৌন্দর্যের রূপায়ন ঘটান চিত্রকলার ও শিল্পকলার মধ্য দিয়ে। এগুলির মধ্যে দিয়ে জাতির আবেগকে বুঝতে পারা যায়।

আলপনা (পশ্চিমবঙ্গ)

- পশ্চিমবঙ্গের perspective যদি দেখি, বাংলার মা মেয়েরা চিরকালই চেয়েছে এটাই যে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে যেমনটা ঈশ্বরী পাটনি চেয়েছিলেন। ঈশ্বরী পাটনির সেই কবেকার ঈপ্সিত মনষ্কামনা যেন যুগে যুগে কালি কালি এই আকাঙ্ক্ষা প্রবাহমান এই শিল্পধারার মধ্যে সামান্য আতপ চালের গুড়া বা পিটুলি গোলায় আঙুল ডুবিয়ে নিমেষেই সৃষ্টি করা হয় আলপনার অসামান্য সব নকশা ও চিত্রকলা

শুধু পশ্চিমবাংলার আলপনাতেই মা ঠাকুমার আবেগ মিশ্রিত আছে এমন নয় ;ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের মা-বোনেরা এটাই চিরকাল চেয়ে এসছে।

আলপনা কথাটি কোথা থেকে এলো তার প্রাচীনত্ত নিয়ে নানা মুনির নানা মত অনেকের মতে আলিম পণ বা লিপন শব্দ থেকে এ শব্দের উৎপত্তি আবার ১৯৫১ সালের আদিম শুমারির রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে:-

"....as a matter of fact, alipana or alpana is an indigenous word meaning the art of drawing Ails (Embankments) there are many words such as Ginni-pana (art of housekeeping). Dustu-pana or Duranta-pana (Art of naughtiness) in Bengali vocabulary. [*Data source:* - Census 1951, West Bengal, District Handbook: Malda, by A. Mitra]

সে যেই কারণেই আলপনা নাম হয়ে থাকুক না কেন সেই দিকটা বড় ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার হলো এর নান্দনিক দিকটা ও শিল্পী সমাজের মনস্তত্ত্বের দিকটা, যার গুণে এই শিল্পকলা লৌকিক হওয়া সত্ত্বেও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের আসন কারার লড়াইয়ে ভারতীয় লোকো চিত্রকলার হিটলিস্টে নোমিনেশন পেয়েছে।

আজন্ম লালিত সহজাত সংস্কার থেকে পাওয়া এই শিল্পকলায় গ্রামীণ রমণীর হাতের কাছে পাওয়া সহজ উপকরণ উপাদান চালের পিটুলি কিংবা খড়িমাটির গোলা আর পরম স্নেহে আঙুলকে তুলি হিসেবে ব্যবহার করে সৃষ্টিকরে এই দৃশ্যমান জগতের ইচ্ছা পূরণের বিভিন্ন মোটিভ এর সঙ্গে থাকে বিভিন্ন ব্রত ও ব্রতের ছড়ার সংযোগ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে ব্রত হল নারীর মনস্কামনার স্বরূপ উদ্দেশ্য অনুসারে ও ব্রত অনুসারে আলপনার স্টাইল এবং মোটিফ পাল্টে যায়। যেমন সুবাচনী ব্রতের উদ্দেশ্য সংসারের সকলের মঙ্গল কামনা এবং একসাথে সুন্দরভাবে সকলকে নিয়ে সহবাস্তান করতে পারার জন্য এই ব্রত সেই ক্ষেত্রে মোটিফ হিসাবে জোড়া হাঁস এর আলপনা আঁকা হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের আত্মার কথা হলো বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। Unity in diversity অর্থাৎ মিলিয়ে মিশে থাকাই সমাজ ও সংস্কৃতির মূল হাতিয়ার। সেটাই সুবাচণী ব্রতের মধ্যে দিয়েও প্রকাশ করা হয়।

তেমনি ইতু পুজোর কামনা সুন্দর ভাই হোক ও সুন্দর একটি বড় হোক। শস্য প্রাপ্তির জন্য সূর্যের চিত্র মোটিফ সেখানে আঁকা হয়ে থাকে।

সেঁজুতি ব্রতের ক্ষেত্রে কামনা করা হয় তার গৃহস্থালির সামগ্রীতে সমগ্র সংসার পূর্ণ থাকে সেইখানে মোটিফ হিসেবে আলপনাতে হাতা খুন্তির রমরমা দেখা যায়। মা লক্ষ্মীর পুজোর সময় দেখি কিংবা গণেশ পুজোর সময় স্বস্তিক চিহ্ন মা লক্ষ্মী পূজার সময় স্বস্তিক চিহ্ন মা লক্ষ্মীর পা সম্পূর্ণতার জন্য ধানের গোলা বা ধানের শীষ পদ্মফুল প্রভৃতির আলপনা করার প্রচলন রয়েছে। বিশেষত প্রত্যেক পুজোর ক্ষেত্রেই ঘটো স্থাপনের জায়গায় অষ্টদল পদ্ম বা আটটি পাপড়ি যুক্ত পদ্মফুল আঁকা হয়। এটি একটি নিগুঢ় মাহাত্ম্য আছে। এটি শুধুমাত্র পদ্মফুলকে প্রতিনিধিত্ব করেনা পদ্ম ফুলের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে ও প্রতিনিধিত্ব করে। অষ্টদলপদ্ম অষ্ট সিদ্ধির প্রতীক হিসেবে ভাবা হয়।

মনসা পূজোর ক্ষেত্রে তেমনি সাপের মোটিফ কে দেখানো হয় আলপনার মাধ্যমে। এই সাপকে ভারতীয় তন্ত্র শাস্ত্রে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। সাপ জ্ঞান ও উর্বরতার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত।আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে ফসল বিনষ্টকারী পোকা মাকড় ধ্বংসকারী হিসেবে সাপের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিবাহের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি প্রজাপতির মোটিফ আঁকা হয়। এইভাবে ব্রতের বিভিন্নতা অনুযায়ী আলপনার বিষয়বস্তু পাল্টে যায়। সুতরাং পদ্ম, লক্ষ্মীর পা বৃত্তান্ত রেখা কলা গাছ ঘট ীয়মান সূর্য নৌকা রথ বিভিন্ন কলকা ফুল পাতা লতানো কলকা , গোলাবাড়ি বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা সূর্য চন্দ্রের, সৌরজগতের বিভিন্ন প্রাণী কেন্দ্রিক বিভিন্ন মটির আলপনার দ্বারা বিশেষত ভূমিতে বা মেঝেতে আঁকা হয়ে থাকে এর সাথে বিভিন্ন ছড়া বলার ও রেওয়াজ লক্ষিত হয় যেমন সেজুতি ব্রতের ক্ষেত্রে দেখি :-

আমি আকি, পিটুলির গোলা / আমার হোক ধানের গোলা

আমি আখি আকি পিটুলির বালা/ আমার হোক সোনার বালা।। [*মেয়েদের ব্রত কথা*]

সন্তান কামনার জন্য ষষ্ঠী ব্রতের ক্ষেত্রে "কোলে পো কাখে পো " [*মা ষষ্ঠীর ব্রতকথা*] এর মাধ্যমে চিত্রায়িত করা হয় এখানে টোটেম তবু আছে। যেমন লক্ষ্মীর পদচিহ্ন শুভত্বের প্রতীক তেমনিভাবে হাতের ছাপ অশুভ রোধকারী বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহিত মহিলাদের যেমন আলপনা আঁকতে দেওয়া হয় তেমনি বিধবাদের আলপনা আঁকতে নিষেধ করা হয়।

কিন্তু সে যাই হোক বাংলার আল্পনায় মেয়েদের আধিপত্যই দেখা যায় আর সেই আলপনার উপাদান বাহুল্যবর্জিত হলেও নান্দনিক সৌকার্যে সৌকর্যে স্ব মহিমায় নিজের জায়গা করে নিতে পারলেও বর্তমান কালে সেই আলপনার উপাদানে কিছু ভিন্নতা দেখা দিয়েছে এখন আলপনাকে আরো সুন্দর করতে রাসায়নিক রঙের দারস্ত হয়েছে রমণীরা এখন বিশ্বায়নের যুগে সময় ও কমেছে কিন্তু ব্রতো কমেনি। এখন স্টিকারের হাত ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ মোটিফ নিয়ে আসার জন্য আলপনার প্রয়োজন উঠে যাওয়ার পথে। এখন আর দরকার হচ্ছে না; মায়ের ভালোবাসার হাতের ছোঁয়া। এখন কেবলমাত্র বাজারে গেলেই হয় রেডিমেড আলপনা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সেটা শহরে আজও গ্রামবাংলায় গেলে ঐতিহ্য নির্ভর আলপনা দেখতে পাওয়া যায় বাঙালির ঘরে ঘরে।

ওরলি (মহারাষ্ট্র)

- এ তো গেল ভূমি চিত্রের একটা আঙ্গিক। এবার আসি ভারতের দেয়াল চিত্রের আঙ্গিক এর কাছে। ভারতের আলপনা, ঝুটি ,সাঁথিয়া, কোলম্, মান্দানার মত ভূমি চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে পৃথোরা মধুবনী, ওরলি ও বস্তার

চিত্রকলার মত দেয়াল চিত্রকলাও পরিলক্ষিত হয়। সেই সূত্রে ওরলি চিত্রকলার সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিতে পারি।

মহারাষ্ট্রের কৃষিজীবী ওরলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি দেওয়াল চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি হলো। পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশে থানে জেলার বিভিন্ন স্থানে ওল্ডলি উপজাতিরা বাস করে এই আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম অনুসারে ঐ চিত্রকলার নামকরণ হয়েছে এই উপজাতিরা মহারাষ্ট্রের ও গুজরাটের পার্বত্য ও সমুদ্র অঞ্চলে বসবাস করে তাদের নিজস্ব বিশ্বাস সংস্কার ধারাবাহিকতা ও নিয়ম নীতি ছিল। [তথ্য ঋণ: - সংস্কৃতি তুলনামূলক বিশ্লেষণ (2010) তপন রায়, অঞ্জলি পাবলিশার্স] কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততার জন্য হিন্দু বিশ্বাস ও সংস্কার কে গ্রহণ করে এরা ওরলি বা ওয়ারলি ভিড়লি ভাষায় কথা বলে। এই ভাষাটির লিখিত রূপ তেমনভাবে পাওয়া যায় না এই ভাষাটা দক্ষিণ ভারতের ইন্দো আর্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল দমন দিউ ও নগর হাভেলি অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে মিল আছে। অনেকে দাবী করেন ওরলিরা খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ৩০০ ০ খ্রিস্টপূর্ব বছরের পূর্বে থেকে এ ঐতিহ্য বহন করেছে তাদের চিত্র ৫০০ থেকে হাজার খ্রিস্টপূর্ব Rock shelters of Bhimbetka এর সমতুল।তাদের চিত্র ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। যেটা গ্রাফিক্স ভোকাবুলারি বললে খুব একটা ভুল হবেনা। বৃত্ত, ত্রিভুজ বর্গক্ষেত্র প্রভৃতি জ্যামিতিক গ মোটিফকে ব্যবহার করত।

অন্যান্য চিত্রকলার মতো পৌরাণিক চিত্র এখানে সেই ভাবে অঙ্কন করা হয় না বেশি আঁকা হয় সমাজ জীবন কেন্দ্রিক ছবি মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় উৎসব কেন্দ্রিক নকশা কৃষিকাজের বিভিন্ন চিত্র ও বিশেষত যুদ্ধবিগ্রহের ছবি এবং ওলিদের কিছু ছবি করলি চিত্রকলায় ঠাই পেত। তবে সবকিছুর মধ্যে সমাজকে ধরার একটা প্রবণতা এখানে লক্ষিত হয়। জ্যামিতিক বিভিন্ন মোটিফকে এখানে স্থান দেয়া হয়েছে।

ওরলিরা প্রকৃতির পূজারী তাই তাদের চিত্রকলায় বারবার প্রকৃতি স্থান পেলেও তারা দেবতাকে মানে, তাদের নিজস্ব দেবদেবী আছে। বিভিন্ন উৎসবে তাদের গৃহগুলি চিত্রকলায় ভরে ওঠে, বিবাহিত অনুষ্ঠানে যে চিত্র অঙ্কিত হয় তা অলি জনজাতির নিজস্ব ট্রান্সফর্ম তারপা নৃত্যের দৃশ্য। এছাড়া বিবাহের দেবতা পালঘাট ও বিবাহের দৃশ্যে অঙ্কন করা হয় যা চৌকাট (chowkatt) নামে পরিচিত।[*তথ্য ঋণ:-*ভারতের লোকসংস্কৃতি: তুলনামূলক বিশ্লেষণ (2010),তপন রায়, অঞ্জলি পাবলিশার্স,পৃ-128]

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মত দেওয়ালে এই চিত্র আঁকা হয়। তবে আকার আগে ভালো করে মাটির দেওয়ালে প্রদীপ দেওয়া হয় তারপর গোবর দারা মিকানো দেওয়ালে প্রাইমার কালার হিসেবে লাল রঙের ঘিরু Gheru মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। তারপর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি তুলির দ্বারা চালের গুড়ের পিটুলির সাদা রং দিয়ে দেয়ালে চিত্রগুলি আঁকা হয। Dot ও Dashes গুলি আঁকতে হলুদ ও লাল রং ব্যবহার করা হয়।

বস্তুত এই চিত্রকলাও আলপনার মতো একান্তভাবে মেয়েদের দ্বারা সৃষ্ট চিত্রকলা। যদিও এখানে আলপনা অঙ্কনের ন্যায় বেশ কিছু টোটেম ট্যাবু বিদ্যমান। এখানে দেখি, কেবলমাত্র বিবাহিত মহিলারাই এ চিত্র অঙ্কন করতে পারেন এরা সমাজে সুভাসেন্স নামে খ্যাত আলপনার মত বিধবা মহিলারা এ কাজে অংশ নিতে পারে না আলপনার ক্ষেত্রে যেমন ব্রত অনুসারে বিভিন্ন মনস্কামনা পূরণের জন্য ব্রত গান কিংবা ছড়া বলা হয় তেমনি মহিলা পূজারীরা ধাভালারিসরা ট্রাডিশনাল গান গায়।

সুখের বিষয় এই যে ওরলি চিত্রকলা, তার চিরাচরিত প্রথা থেকে বেরিয়ে তার নিজস্ব মার্কেট তৈরি করতে পেরেছে এখন শুধু দেওয়ালেই নয় বিভিন্ন কাপড়ে পাঞ্জাবীতে সালোয়ার কামিজে গ্রিটিংস কার্ডে নকশাতে এই চিত্র ব্যবহার হচ্ছে এখন সংকীর্ণ স্থান ছেড়ে এর ব্যক্তি ঘটেছে বৃহত্তম বাজারে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটেছে অঙ্কনশীল শৈলী সঙ্গে রঙের পরিবর্তন আশা রাখি ভবিষ্যতে এর প্রসার ও ব্যাপ্তি বহুলভাবে ঘটতে পারবে যদি সরকারি এবং বেসরকারির ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ নেয়া হয়।

তালপত্র চিত্রকলা/পৈথি চিত্রকলা (উড়িষ্যা)

- আমরা শুনেছি ,তালপত্রে লেখালেখির ট্র্যাডিশন বেদের যুগ থেকে চলে আসছে। এখানে এমন একটি ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলার দৃষ্টান্ত দেব যেটা তালপাতার উপরে আঁকা হয়। হ্যাঁ, ঠিকই বললাম তাল পাতা। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আজও উড়িষ্যার রঘুরাজপুর গ্রামে, এখনো সেই ধারার ক্ষীনপ্রবাহ দেখতে পাওয়া যায়। যখন কাগজের আবিষ্কার হয়নি তখন এই চিত্রকলার আবির্ভাব শোনা যায় প্রাচীন পুঁথিপত্র বেদ উপনিষদ মহাকাব্য আসলে তালপাতায় লেখা হয়েছিল যার ঐতিহ্য প্রবাহই পৈথিচিত্রকলার জন্ম দিয়েছে। অনেকে বলে তালপত্র চিত্র।

এর আগে যে দুই ধরনের চিত্রকলার দৃষ্টান্ত দিয়েছি তার শিল্পী সমাজ ছিল মেয়েরা। এখানে কিন্তু চিত্রটা সম্পূর্ণ উল্টো। এখানে পুরুষদেরই প্রাধান্য। এখানেও উপকরণ হিসেবে দেখি প্রাকৃতিক উপাদানই প্রবল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যেমন তাল পাতা, নিম হলুদ ,আর একটু কালি। আর যন্ত্র হিসেবে দেখি সুঁচ সুতা লোহার পেন আয়রন কাটার প্রভৃতি লক্ষণীয় ভাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তুলোর চাদর কে সহকারী সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর রং প্রস্তুত করার জন্য দেশীয় টেকনোলজিকে ব্যবহার করা হয়।।

এবারে জানা যাক কি করে করা হয় এই চিত্রকলা। প্রথমে তালপাতা সংগ্রহ করে একই রং অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে ভালো করে কেটে শুকানো হয়। তারপর ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এবং পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য হিসাব অনুযায়ী ১০০ তালপাতার জন্য ২০০ গ্রাম হলুদ এবং ৫০ গ্রাম নিম পাতা দু লিটার জলে ফুটিয়ে সেই জলটি তালপাতায় দেওয়া হয়। পরে রৌদ্রে শুকানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে টোন অনুযায়ী বা রং অনুযায়ী তাল পাতা কে বারবার ভেজানো হয় সূর্যালোকে শুকানোর পর পাতাগুলি সুন্দরভাবে সাইজ করে কেটে সূচ এবং সুতো দিয়ে

ভালো করে সেলাই করা হয়। চেটালোভাবে সেলাই করার পর তুলোর চাদরে সেলাই করা তালপাতা কে রেখে চিত্রর বিষয়বস্তু অনুসারে পাতার উপরের স্তরে সূক্ষ্ম লেখনীর মাধ্যমে খোদাই করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী আয়রন কাটারের দ্বারা কেটে নেওয়া হয় অতিরিক্ত অংশ।

এরপর আসে রং করার পালা। যেটা না হলে ব্যাপারটা ঠিক গ্ল্যামারাস হয় না। বিশেষত পাঁচ রকমের রং ব্যবহার করতে দেখা যায় -কালো, সাদা, লাল, বাদামি এবং হলুদ। সব রকমের রংই সাধারণভাবে প্রাকৃতিক ও ভেষজ রং। প্রথমে খোদাইকে স্পষ্ট করার জন্য সাধারণত কালো রংকে ব্যবহার করা হয়। এই কালো রঙ প্রদীপের সৃষ্ট কালী থেকেই আহরণ করা হয়। ঘেরা বদ্ধ টিনের মাঝে প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই প্রদীপের রংকে তোলা হত এই কালো গুরু রং আঠা এবং জলের সাথে মিশ্রিত করে রং প্রস্তুত করা হতো ঐতিহ্য অনুসারে পালং শাকের দানা থেকে পণ্য সুলভ তেল দ্বারা প্রদীপ জ্বালানো হত। প্রথমে ওই কালো রং সর্বত্র দিয়ে দেবার পর স্কেচ করা হলে অতিরিক্ত কালি মুছে ফেলা হতো অন্য কোন রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্রাশ ব্যবহার করা হত।

চিত্র তো কিভাবে আঁকা হতো তা তো জানলাম। কিন্তু কি আঁকা হতো,তার বিষয়বস্তু কি তার জানা না হলে জানাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তালপাতা চিত্র বা পৈথি চিত্রতে পৌরাণিক কাহিনী, মাছ হাতি বিবাহের দৃশ্য গনেশ জগন্নাথ রথ নৌকা বা পালকিচিত্র সাধারনত বেশি দেখা যায়। পৌরাণিক চিত্রের মধ্য দিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে সামাজিক মূল্যবোধকে নৈতিক মূল্যবোধকে স্থান দেওয়ার সব সময় চেষ্টা করেন শিল্পী সমাজ। দুঃখের বিষয় দেওয়ালে টাঙ্গাবার জন্য তৈরি এই চিত্রকলার সান কস্ট এত বেড়ে যায় তার ফলে এর আল্টিমেট দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে চলতি বাজারে এর চাহিদা থাকলেও এর জোগান কম। কারণ বর্তমান যুগের ছেলেরা আর এই শিল্পকর্মের দিকে বেশি ঝোঁকে না। যদিও বা কর্পোরেট দুনিয়ার দৌলাতে দাবা খেলার চেসবোর্ড,টেবিল ক্লথ, ফ্লোর ম্যাট, ভিজিটিং কার্ড রাখবার জায়গা, বিভিন্ন আকৃতির বক্স, গয়নার বাক্স, পেনদানি প্রভৃতিতে এর নতুন দিক খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এ বাজারের চাহিদা ও শিল্পীদের আর্থিক সুরক্ষার যদি ভারসাম্য থাকে তাহলেই এই শিল্প আবার নতুন করে নিজের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে সমর্থ হবে।

পট চিত্র (বাংলা , ত্রিপুরা)

এছাড়াও ভারতে আরো দু ধরনের চিত্রাংকন শৈলী রয়েছে একটি পটচিত্র অন্যটি কাপড়ে চিত্র ব্লক পেন্টিং। স্বল্প পরিসরে এই দুটি চিত্রাংকনের কথা না বললেই আলোচনার অনেকটা অংশই অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে কথা না বাড়িয়ে আসল কথায় আসি। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা, আসামে পট ও সরা চিত্রের একটা মার্কেট প্রাচীন কাল থেকেই আছে সংস্কৃত শব্দ “পট্ট” থেকে পট কথাটি এসেছে বলে অনুমান। যে কাপড়ের উপর চিত্রিত হতো সেই কাপড়কে পট বলা হত। আর যারা আঁকতেন তাদের পটুয়া বলা হতো।। অংকন অনুযায়ী পথ দু ধরনের হয় প্রথমত জড়ানো পথ

Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue- 2 (2023), p.01-13. (ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

দ্বিতীয়ত চৌকো পট। [*তথ্যসূত্র*:-পটচিত্র কথা প্রকাশ দাস বিশ্বাস,] বিষয়বস্তু অনুযায়ী ও দু ধরনের ক্লাসিফিকেশন করতে পারি, একটি হলো ধর্মীয় অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মীয় বা পৌরাণিক পটে তো লক্ষী দুর্গা ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্র আঁকা যায় আর ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মনিরপেক্ষ পথের ক্ষেত্রে পণপ্রথার বিরুদ্ধাচারণ বধূ নির্যাতন বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি প্রধান। সাঁওতাল সমাজেও চক্ষুদান পট নামে পটের প্রচলন রয়েছে। আগে পটচিত্রের জমি তৈরি করা হতো চটের উপরে গোবরের প্রলেপ দিয়ে। তারপর তার শুকিয়ে নিয়ে বেশ কালার হিসেবে লাল রং ব্যবহার করা হতো। যদিও বর্তমানে কাগজের উপর এই ফটোচিত্র আঁকা হয়। ফটো চিত্রের রং এর ক্ষেত্রে আকার জন্য কাঠবিড়ালির লেজেরলোম বেজির লোম সাগরের লোম দিয়ে তুলি প্রস্তুত করা হতো আর রং হিসেবে পুঁইমেটুলির রং সিম পাতার রস, শিউলি পাতার রস, গাঁদা ফুল ও শিউলি ফুলের বোঁটার রস শিমুল ফুল, তুঁতে ফল প্রভৃতি ভেষজ রং ও বাইন্ডার হিসেবে বেলের আঠা, তেতুলের বীজের আঠা ডিমের কুসুম প্রকৃতি ব্যবহার করা হলেও এখন বর্তমানে বাজার চলতি কেমিকাল রং ব্যবহার করে শিল্পী সমাজ। বর্তমান চলতি বাজারে এখনো পটচিত্রের মার্কেট পড়ে যায়নি। তেমনভাবে সড়কেও চিত্রিত করার পদ্ধতি এখনো পুজো পার্বণে চোখে পড়পড়ে।

ব্লক প্রিন্টিং/কলমকারি(অন্ধপ্রদেশ)

- এবারে আসি কাপড়ে ব্লক প্রিন্ট এর এক নতুন শৈলীর কথায়। বস্তুত এখানেও দেখি শিল্পী সমাজ কিন্তু বিশেষত ছেলেরাই। আশা করি আন্দাজ করতে পারছেন কার কথা বলছি ! হ্যাঁ আমি স্বল্পপরিসরে কলমকারীর কথাই বলছি, অন্ধ্রপ্রদেশের কলমকারির প্রচলন সবচেয়ে বেশি। এই চিত্রকলা ব্লক পেইন্টিং এর মাধ্যমে সুতি শাড়িতে অঙ্কন করা হয় এই সারির অঙ্কনশৈলীর আমদানি হয়েছে ইরান থেকে। কলমকারি শব্দটি একটি পার্শি শব্দ থেকে এসেছে।

  প্রথমে সুতির কাপড়ে ভালো করে ছাগলের দুধ স্প্রে করা হয়। তারপর তা ভালো করে শুকনোর পর বাঁশের ব্রুগ ও লেখনির সাহায্যে অসামান্য নন্দন কুশলতার দ্বারা তৈরি হয় ঐতিহ্যময় এই চিত্রকলাটির।

এই চিত্রকলাটির দুটি স্টাইল প্রত্যক্ষ করা যায় প্রথমটি মাছলি অপরটি শ্রীকলাহস্তি ঘরানা। বর্তমানে এই চিত্রকলার মার্কেট ক্রমশ উর্ধ্বমুখী বর্তমানে শুধুমাত্র সারিতেই নয় পাঞ্জাবি এবং জামাতেও এই চিত্রকলা স্টাইল হিসেবে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

উপসংহার:-

ইচ্ছে না থাকলেও শেষ করতেই হয়। ভারত যেমন বহুভাষা বহু জাতি বহু বর্ণ এবং বহু সংস্কৃতির দেশ তেমনি ভারতবর্ষের বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের মূলসূতি কে আমরা সব সময় শুনতে পাই। কারণ আলপনা পটচিত্র স্বরা চিত্রের নির্মাণ শৈলী যেমন আমরা দেখি তেমনি তার পাশের রাজ্য বিহার উড়িষ্যতেও দেখি সম্পূর্ণ আলাদা স্টাইলের চিত্রকলার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আলপনার মতো ভূমি চিত্র যখন পশ্চিমবঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি বিহারের মধুবনী

ও উড়িষ্যার পরিথী চিত্রকলা তাদের নিজস্ব রাজ্য কে প্রতিনিধিত্ব করেছে। মহারাষ্ট্র ও অন্ধপ্রদেশ ও পিছিয়ে নেই সেই আসরে মহারাষ্ট্রের দেয়ালচিত্র অলি ও অন্ধপ্রদেশের কাপড়ের ব্লক পেইন্টিং সেই দৌড়ে পিছিয়ে নেই তা আমরা স্বল্প বিস্তারে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি।

গবেষকের নিজস্ব মতামত;-

এখানে আলোচনার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন ঘটনার যে চিত্রকলা আছে তা স্বল্প পরিসরে দেখানোর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির বহুমাত্রিক ঐতিহ্য ও চিত্রাংকন তৈরির ব্যাপ্তি এবং ঐশ্বর্যকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। এই বিভিন্ন শিল্পকলা লিঙ্গ ভেদে, করুন ভেদে শৈলী ও গঠনভেদে আলাদা হলেও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় মূল শিকরটিকে চিনতে শেখায়। এই লৌকিক চিত্রাংকন শৈলী গুলি আমাদের শিকড়ের সন্ধান দেয় আর সেই শিকরের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সংস্কৃতি তার ডানা মেলতে সক্ষম। আর কারিকুলাম ও কুকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং ভারতবর্ষের শিল্প সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধ্যান ধারণা দেওয়ার প্রয়াস আমরা সরকারিভাবে শিক্ষাঙ্গনে দেখতে পাই। যেমন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই দেখি ষষ্ঠ শ্রেণীর সাহিত্য মেলা নামক পুস্তকে তপন কর লিখিত মাটির ঘরে দেওয়াল চিত্র শীর্ষক নির্বাচিত প্রবন্ধে আমরা সাঁওতাল পরগনার মানভূমের এক চিত্রকলা সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়ার প্রবণতা দেখতে পাই। শ্রেণীর সাহিত্য মেলা নামুক বইয়েতে রামকিঙ্কর বেইজ এর আত্মকথা এবং মৃদুল দাশগুপ্তের আঁকা লেখা আমরা চিত্রকলা সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাই। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা ভাষা ও শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস নামক বইয়ে "বাঙালির চিত্রকলা' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলার লোকশিল্প, চিত্রশিল্প, শিল্পের আধুনিকতা শিল্পের ইতিহাস বিভিন্ন শিল্পী যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যামিনী রায় অতুল বসু প্রভৃতি নানা শিল্পীর শিল্প সৃষ্টিকে স্বল্প পরিসরে দেখানোর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের ঐতিহ্য সম্পর্কে ইন্ট্রোডিউস করবার একটা সদর্থক দেখতে পাওয়া যায়।যদি না আমরা জাতিতত্ব গত নন্দন তত্ত্বগত পরিবেশ পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণ করতে না পারি তাহলে প্রত্যেকটি শিল্পকলার সামগ্রিকতাকে বুঝতে পারব না। এই সামগ্রিক বোধায়নের সূত্রে এই উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক সামগ্রিক ইতিহাস ও বর্তমান ধারার মূল্যায়ন সম্ভব।

তথ্যসূত্র

১. মন্ডল, সুজয় কুমার (১৯৯৯), *"লোকসংস্কৃতির ত্রি বলয়",* সি.সি.সি.এ, কলকাতা

২. রায়, তপন (২০১৮), *ভারতের লোকসংস্কৃতি : তুলনামূলক বিশ্লেষণ* , অঞ্জলি পাবলিশার্স ,কলকাতা

৩. চক্রবর্তী ডঃ বরুন কুমার (২০০৭), "*বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ",* অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা

৪. Tomorrow, Edith (2006), "history of fine arts in India and the west" Orient Longman private limited

৫. Jain, Jyotindra (1984), *Printed Myths of Creation Art and Ritual of Indian Tribe*, Lalit kala Acade, New Delhi

৬. https://www.fizdi.com/warli-worli- paintings-artworks/

৭. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Warli_pain ting

৮. https://www.openart.in/general- topics/pattachithra-amazing-folk-art- odisha/